গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টিও-০২ শাখা)

নং-বাম/টিও-২/সিএল-২/৯০(অংশ-৩)/৪০২

তারিখ ঃ ২৮-০৯-২০১১ খ্রিঃ।

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমানে সামাজিক সংগঠনসমূহের কার্যক্রমের পরিসর ও পরিমন্ডলের ব্যাপক প্রসার ও প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত সংগঠনসমূহের শৃংখলা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **সোসাইটিজ নিবন্ধন আইন-১৮৬০** এর পরিবর্তে **সামাজিক সংগঠন (গঠন, নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১১** এর খসড়া সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.mincom. gov.bd এর Latest news and comment সেকশনে প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত আইনের খসড়ার ওপর মতামত দানের সময়সীমা আগামী ১০-১০-২০১১ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত সময়ের মধ্যে মতামত (যদি থাকে) পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কক্ষ নং-১২৩, ভবন নং-৩(২য় তলা), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে লিখিতভাবে অথবা dto@mincom.gov.bd ঠিকানায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২৮/৯/১১

(নাজমুল আহসান মজুমদার)
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন ও
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৭১৬১৬৭৯।

(খসড়া)

সামাজিক সংগঠন (গঠন, নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১১

সামাজিক সংগঠন সমূহের গঠন, নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু বর্তমানে সামাজিক সংগঠনসমূহের কার্যক্রমের পরিসর ও পরিমন্ডলের ব্যাপক প্রসার ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে; যেহেতু সংগঠনসমূহের শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা আবশ্যক এবং সামাজিক সংগঠনসমূহের গঠন, নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন: সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

প্রারম্ভিক

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম পরিধি ও প্রবর্তন ঃ-

(১) এই আইন সামাজিক সংগঠন (গঠন, নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১১ বলিয়া অভিহিত হইবে ।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে ।

২. সংজ্ঞা ঃ- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(ক) **"অলাভজনক সংগঠন"** বলিতে এমন একটি সংগঠনকে বুঝাইবে যাহার তহবিল কিংবা আয় বা মুনাফা বা অন্যবিধ আয় সদস্যগণের মধ্যে লভ্যাংশ, বেতন, ভাতা, বোনাস, সম্মানী কিংবা অন্যকোন আকারে বন্টন করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে ।

(খ) "অফিস বিয়ারার" বলিতে সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, এক বা একাধিক ভাইস চেয়ারম্যান ও অন্যান্য পদাধিকারী যে নামেই অভিহিত হউক উহাদের বুঝাইবে ।

(গ) **"আদালত"** বলিতে সামাজিক সংগঠনের রেজিষ্টার্ড অফিস বা সংঘবিধিতে উল্লেখিত প্রধান কার্যালয় যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার প্রধান দেওয়ানী আদালতকে বুঝাইবে ।

(ঘ)**"কর্মকর্তা"** বলিতে সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডির সদস্য বা অফিস বিয়ারার ব্যতীত সামাজিক সংগঠনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবে এবং ইহাতে সামাজিক সংগঠনের কর্মচারীও অন্তর্ভূক্ত থাকিবে;

(ঘ) **"গভর্নিং বডি"** বলিতে সেই বডিকে বুঝাইবে যাহা অন্য যেকান নামেই অভিহিত হউক না কেন সংঘস্মারক ও সংঘবিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদে কোন সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ।

(ঙ) **"তফসিল"** বলিতে এই আইনের তফসিল বা সিডিউলকে বুঝাইবে ।

(চ) **"দাতব্য কার্যক্রম"** বলিতে দু:স্থ ও বিপর্যস্তদের বিনামূল্যে পণ্য, সেবা, দান ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানকে বুঝাইবে ।

(ছ) "পরিচালক বা গভর্নিং বডির সদস্য" বলিতে সামাজিক সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদ বা পরিচালক বা গভর্নিং বডির সদস্য ও অন্যান্য পদাধিকারীদের বুঝাইবে ।

(জ) **"পরিমার্জন ফি" বলিতে এই আইনে নির্দেশিত ও সংশিস্নষ্ট সামাজিক সংগঠনের সংঘবিধির বিধিবিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে**

এই আইনের বিধান মোতাবেক তফসীল-১ বর্ণিত প্রদেয় ফিকে বুঝাইবে যাহা সরকার কর্তৃক সময় সময় পুনঃনির্ধারণ করা যাইবে ।

(ঝ) **"প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা"** বলিতে সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গভর্নিং বডি কর্তৃক নিযুক্ত বা নিয়োজিত প্রধান কর্মকর্তাকে বুঝাইবে তাহা যে নামেই অভিহিত হউক ।

(ঞ) **"বিদেশী অনুদান"** বলিতে এই আইনের উপধারা ৪ (২) এর এক বা একাধিক উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন বিদেশী সরকার বা সংগঠন বা বিদেশী নাগরিক প্রদত্ত যেকোন দান, অনুদান বা মঞ্জুরী বা সাহায্যকে বুঝাইবে যাহার মধ্যে বিদেশে অবস্থানরত বা কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের দানও অন্তর্ভূক্ত হইবে ।

(ট) **"বিধিমালা"** বলিতে এই আইনের ৪১ ধারা মোতাবেক জারীকৃত বিধি-বিধানকে বুঝাইবে:

(ঠ) **"ব্যক্তি"** বলিতে কোন ব্যক্তি বা কোন আইনের অধীনে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, কোম্পানী বা সংস্থা ইত্যাদিকে বুঝাইবে ।

(ড) **"রেজিস্ট্রার"** বলিতে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মসকে বুঝাইবে । যিনি সামাজিক সংগঠনসমূহের গঠন, নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করিবেন ।

(ঢ) **"রেজিস্টার্ড অফিস"** বলিতে সামাজিক সংগঠনের সংঘস্মারকে উল্লেখিত প্রধান অফিস বুঝাইবে;

(ণ) **"লাইসেন্স"** বলিতে এই আইনের অধীনে গঠিত সামাজিক সংগঠনের অনুকুলে প্রদত্ত লাইসেন্সকে বুঝাইবে ।

(ত) **"সদস্য"** শব্দটি কোন সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলে উহার দ্বারা এমন এক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে বুঝাইবে যিনি বা যাহা তাহার সম্মতিক্রমে কোন সামাজিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে সংঘস্মারক ও সংঘবিধি অনুযায়ী অন্তর্ভূক্ত হইয়াছেন ।

(থ) "সংঘবিধি" বলিতে সামাজিক সংগঠন কর্তৃক প্রণীত ও এই আইনের অধীনে নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত সংঘবিধি-কে বুঝাইবে;

(দ) "সংঘস্মারক" বলিতে সামাজিক সংগঠন কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীনে নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত সংঘস্মারককে বুঝাইবে ।

(ধ) **"সামাজিক সংগঠন"** বলিতে এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্স অনুসারে সামাজিক সংগঠন হিসাবে নিবন্ধিত সংগঠনকে বুঝাইবে যাহা এই আইনের ৪ ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্য অর্জন বা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও অবাণিজ্যিক বেসরকারী সংগঠন হিসাবে পরিচালিত হইবে ।

৩. সামাজিক সংগঠনসমূহের নিবন্ধক ও নিয়ন্ত্রক ঃ রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এই আইনের অধীনে গঠিত, লাইসেন্স প্রাপ্ত ও নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠনসমূহের নিবন্ধক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন । রেজিস্ট্রার এই উদ্দ্যেশে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবেন ।

৪. সামাজিক সংগঠন গঠন ও নিবন্ধন ঃ

(১) এই ধারার (২) উপধারায় বিবৃত যেকোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে যেকোন সাত বা ততোধিক বাংলাদেশী উদ্যোক্তা সংঘস্মারকে তাহাদের নামের বিপরীতে স্বাক্ষর প্রদান করতঃ উদ্যোক্তাদের কমপক্ষে দুই জন সদস্য কর্তৃক সত্যায়িত সংঘবিধির একটি কপিসহ উহা এই আইনের অধীনে সামাজিক সংগঠন হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নিবন্ধনের জন্য রেজিস্ট্রার এর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন ।

উদ্যোক্তাগণ লাইসেন্সের জন্য দরখাস্তের দুইটি অনুলিপি এবং উহাদের প্রতিটির সহিত তাহাদের দস্তখতকৃত সংঘস্মারকের ও সংঘবিধির তিনটি করিয়া অনুলিপি রেজিস্ট্রার এর নিকট দাখিল করিবেন ।
(২) উপধারা-১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বলিতে সমাজ সেবা, সামাজিক উৎকর্ষ সাধন, ত্রাণ ও পূণর্বাসনসহ যেকোন দাতব্য কার্যক্রম, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন, কারিগরী প্রশিক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, সার্বজনীন শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির প্রসার এবং অনুরূপ জনহিতকর বলিয়া বিবেচিত বিষয়সমূহকে বুঝাইবে । তবে শর্ত থাকে যে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এর উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে গঠিত সংগঠন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না ।

(৩) (ক) লাইসেন্সের দরখাস্ত প্রাপ্তির পর রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী প্রস্তাবিত সামাজিক সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি পরীক্ষা করিয়া এই আইনের অধীনে যথাযথ হিসাবে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করিলে রেজিস্ট্রার আবেদন প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত সামাজিক সংগঠনের অনুকুলে লাইসেন্স প্রদানের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবেন এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবিত সামাজিক সংগঠনের অনুকুলে লাইসেন্স প্রদান করিয়া উহা নিবন্ধন করিবেন ।

(খ) আবেদনকারী উদ্যোক্তাদেরকে যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ না দিয়া কোন দরখাস্ত/আবেদন অগ্রাহ্য করা যাইবে না ।

(গ) উপর্যুক্ত রূপে লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নিবন্ধন ছাড়া কোন সামাজিক সংগঠন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না ।

৫. সংঘস্মারক : (১) সংঘস্মারকে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নোক্ত বিবরণসমূহ সন্নিবেশিত হইবে । যথা:

(ক) সামাজিক সংগঠনের নাম ;

(খ) সামাজিক সংগঠনের প্রস্তাবিত রেজিষ্টার্ড অফিসের ঠিকানা ;

(গ) সামাজিক সংগঠনের উদ্দেশ্যসমূহ ;

(ঘ) প্রথম গভর্নিং বডির সদস্যদের নাম, ঠিকানা, পেশা, বয়স, পদবী ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ;

(ঙ) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরদাতাদের ফোন, ফ্যাক্স, ইমেইল নম্বর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণীসহ নাম, ঠিকানা, পেশা ও বয়স;

(চ) ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারী এক্টিভিটিজ) রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮ এর বিধান মতে, সরকারের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন বৈদেশিক দান বা সাহায্য গ্রহণ করা হইবে না মর্মে ঘোষণাপত্র ;

(ছ) সামাজিক সংগঠনের আয় এবং মুনাফা হইতে সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ, বোনাস, বেতন, ভাতা, সম্মানী বা অন্য কোন আকারে বন্টন করা হইবে না মর্মে ঘোষনা ।

(জ) অবসায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক সংগঠনের সম্পদ এবং সম্পত্তি এই আইনের বিধান মতে হস্তান্তর করা হইবে মর্মে ঘোষণা ।

(ঝ) নিবন্ধন লাভের পর কোন সামাজিক সংগঠন রেজিস্ট্রারের অনুমোদন ব্যতীত উহার সংঘস্মারক বা সংঘবিধি পরিবর্তন করিবে না মর্মে ঘোষণা ।

৬. **সংঘবিধি ঃ-** প্রতিটি সামাজিক সংগঠনের একটি সংঘবিধি থাকিবে । যাহাতে এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নিম্নলিখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ

(ক) গভর্নিং বডি বা নির্বাহী কমিটির গঠন এবং নির্বাচন এবং পদত্যাগ বা অপসারণের বিধান এবং গভর্নিং বডির সদস্য, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য পদাধিকারীদের কার্যকাল বা মেয়াদ ।

(খ) সদস্য পদে অন্তর্ভূক্তি এবং সদস্যদের পদত্যাগ ও অব্যাহতির বিধান ।

(গ) সদস্যদের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ এবং সদস্যদের উহা পরিদর্শনের সুবিধা প্রদান ।

(ঘ) সামাজিক সংগঠনের সম্পত্তির নিরাপদ হেফাজতের ব্যবস্থা করা বিশেষতঃ সামাজিক সংগঠনের অর্থ সংরক্ষণ ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাবলী ।

(ঙ) সামাজিক সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা, সাধারণ সভা, গভর্নিং বডির সভাসহ
সকল সভা অনুষ্ঠানের পদ্ধতি, কোরাম, ভোটদানের পদ্ধতি, সভার নোটিশের সময়কাল ।

(চ) সামাজিক সংগঠনের আর্থিক লেনদেন যেকোন তফসিলি ব্যাংকে সামাজিক সংগঠনের নামে হিসাব খুলিয়া পরিচালনা করিতে হইবে এবং গভর্নিং বডির ন্যূনতম দুইজন সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালনার বিস্তারিত নিয়মাবলী সংঘবিধিতে উল্লেখ থাকিবে ।

(ছ) হিসাবের খাতাপত্র সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা ।

(জ) সামাজিক সংগঠনের উদ্দেশ্য বা কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত অন্য যেকোন বিষয় ।

(ঝ) রেজিস্ট্রার এর পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে সংঘবিধি সংশোধন করা নিষিদ্ধকরণ ।

৭. নিবন্ধন ঃ- (১) রেজিস্ট্রার সামাজিক সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংযুক্ত সংঘবিধি এই আইন ও সরকার প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী প্রণীত হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া এবং (২) উপধারায় বর্ণিত ফি জমা নিয়া উক্ত সামাজিক সংগঠন এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত মর্মে সীল এবং স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক প্রত্যয়ন করিবেন ।

তবে শর্তে থাকে যে, এই আইনের আওতায় নিবন্ধিত কোন সামাজিক সংগঠন নামে বিদ্যমান অন্য কোন আইনের আওতায় কোন সামাজিক সংগঠন বা সংগঠন নিবন্ধন করিতে পারিবেন না ।

(২) একটি সামাজিক সংগঠনের নিবন্ধনের জন্য রেজিস্ট্রারের নিকট তফসিল-১ এ বর্ণিত ফি প্রদান করিতে হইবে যাহা সরকার সময় সময় পুন: নির্ধারণ করিতে পারিবেন ।

(৩) রেজিস্ট্রার তাহার বিবেচনায় ন্যায্য ও যুক্তিসংগত কোন কারণে বা এই আইনের কোন বিধান প্রতিপালন না করিবার জন্য কোন সামাজিক সংগঠনের নিবন্ধন প্রত্যয়নে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৪) রেজিস্ট্রার এই আইনের অধীনে কোন সামাজিক সংগঠনের নিবন্ধন প্রত্যয়নে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে রেজিস্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ২(দুই) মাসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করা যাইবে এবং উক্ত আপিলে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। আপিলের দরখাস্তের সহিত নির্দিষ্ট হিসাব খাতে নির্ধারিত ফি পরিশোধের রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

৮. সংঘস্মারক ও সংঘবিধির পরিবর্তন ঃ- (১) কোন সামাজিক সংগঠন সরকার নির্ধারিত ফি জমা করত: রেজিস্ট্রারের লিখিত অনুমোদনক্রমে সামাজিক সংগঠন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে আহুত একটি বিশেষ বা অতিরিক্ত সাধারণ সভায় সামাজিক সংগঠনের সংখ্যা গরিষ্ট সদস্যের উপস্থিতিতে তাহাদের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে সংঘস্মারক ও সংঘবিধি পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর বিধান মতে অনুমোদন প্রদানের আগে রেজিস্ট্রার এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবে যে, সংঘস্মারক ও সংঘবিধির পরিবর্তন সামাজিক সংগঠনকে এই আইনের অধীনে নিবন্ধনের অযোগ্য সামাজিক সংগঠনে পরিণত করিবে না।

৯. সংঘবিধি সংঘস্মারক পরিবর্তন প্রক্রিয়া ঃ- (১) সংঘস্মারক ও সংঘবিধির প্রতিটি পরিবর্তনের একটি কপি উক্তরূপ পরিবর্তনের ২১ দিনের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) রেজিস্ট্রারের কর্তৃক স্বহস্তে পরিবর্তন নথিভূক্ত না করার বিশেষ কারণ লিপিবদ্ধকরণ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির কমপক্ষে দুইজন সদস্য কর্তৃক সত্যায়নকৃত অনুরূপ পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশেষ সিদ্ধান্ত এবং সংশোধিত সংঘস্মারক ও সংঘবিধি দাখিলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার উহা নথিভূক্ত করিবেন এবং এই মর্মে সামাজিক সংগঠনকে অবহিত করিবেন বা অনুরূপ পরিবর্তনের বিষয়ে তাহার আপত্তি থাকিলে তা সামাজিক সংগঠনকে জানাইয়া দিবেন।

(৩) রেজিস্ট্রারের কোন আপত্তি না থাকিলে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের পর হইতে তাহা কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। তবে দাখিলকৃত বিবরণীর বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের কোন দায় দায়িত্ব থাকিবে না।

(৪) রেজিস্ট্রারের আপত্তির বিরুদ্ধে সরকারের নিকট ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল করা যাইবে এবং আপিলের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) সংঘস্মারক ও সংঘবিধির পরিবর্তন উপধারা (২) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অবহিত করণের তারিখ হইতে বা রেজিস্ট্রার কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক পরিবর্তনের জন্য আনীত আপিল মঞ্জুরের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

১০. সামাজিক সংগঠনের নাম ঃ- (১) কোন সামাজিক সংগঠন এমন কোন নামে নিবন্ধিত হইবেনা যাহা বর্তমানে কার্যকর এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত বলিয়া বিবেচিত কোন সামাজিক সংগঠন বা কর্পোরেট বডির নাম বা তাহার নামের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ বা উক্ত নামের খুবই কাছাকাছি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শর্ত থাকে যে, রেজিস্ট্রারের পূর্ব অনুমতিক্রমে এই আইনের আওতায় নিবন্ধিত যেকোন সামাজিক সংগঠন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক এর নাম পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(২) ইউএনও, ডব্লিউএইচও, কমনওয়েলথ, সার্ক বা তাহাদের কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে বা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কোন প্রতিষ্ঠানের নামের সংক্ষিপ্ত বা পূর্ণ নামের কোন অংশ সম্বলিত কোন নামে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন সোসাইটি নিবন্ধিত হইবে না বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সম্মতিসূচক লিখিত আদেশ ব্যতীত সরকারের মঞ্জুরী, অনুমোদন বা পৃষ্ঠপোষকতা রহিয়াছে এমন অর্থ বা অভিব্যক্তি জ্ঞাপনকারী শব্দ সম্বলিত কোন নামে বা অন্য কোন শব্দ যাহার দ্বারা বর্তমানে বিদ্যমান কোন আইনের দ্বারা গঠিত কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোন কর্পোরেশন বা সংস্থার সহিত সম্পৃক্ততা বোঝায় উক্ত রূপ নামে কোন সামাজিক সংগঠন নিবন্ধন করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি বিদেশী কোন রাষ্ট্রের নাম ব্যবহার করিয়া কোন সামাজিক সংগঠন গঠন করিতে পারিবেন না।
(৩) এই আইনের আওতায় নিবন্ধিত হইবে এমন কোন প্রস্তাবিত সামাজিক সংগঠনের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রারের নিকট নির্ধারিত ফিসহ এই মর্মে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আবেদন করিতে পরিবেন যে, উক্ত আবেদনপত্রে উল্লেখিত নামে কোন সামাজিক সংগঠনের নিবন্ধিত আছে কিনা বা অনুরূপ নামে কোন সামাজিক সংগঠনের নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে কিনা। রেজিস্ট্রার উক্ত আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবেন।

১১. রেজিস্ট্রার কর্তৃক নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ঃ- (১) যদি কোন সামাজিক সংগঠন এমন কোন নামে নিবন্ধিত হয় বা উহার নাম পরিবর্তন করিয়া এমন কোন নতুন নাম ধারণ করে যাহা রেজিস্ট্রারের মতে এই আইন বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত বলিয়া বিবেচিত কোন সামাজিক সংগঠন বা কর্পোরেট বডির নাম বা তাহার নামের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ বা খুব কাছাকাছি বলিয়া প্রতীয়মান হয় তবে রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট সামাজিক সংগঠনকে এই মর্মে উহার নাম এবং সংঘস্মারক ৩ (তিন) মাস বা তাহার বিবেচনায় যথাযথ হইলে ততোধিক সময়ের মধ্যে পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) নাম পরিবর্তনের দ্বারা সামাজিক সংগঠনের অধিকার ও দায়-দায়িত্বে বা উহার পক্ষে বা বিপক্ষে চলমান কোন আইনগত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য হইবে না।

(৩) এই ধারার (১) উপধারার অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ পালন না করিলে উক্তরূপ খেলাপের জন্য দায়ী প্রত্যেক কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট আদেশ পালিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনের জন্য দায়ী প্রত্যেক কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট আদেশ পালিত না হওয়া পর্যন্ত তফসিলে বর্ণিত পরিমার্জন ফি প্রদান করিতে হইবে।

১২. সামাজিক সংগঠন কর্তৃক অন্য সামাজিক সংগঠনের সহিত একীভূতকরণের ক্ষমতা ঃ- (১) যদি কোন সামাজিক সংগঠন অন্য সামাজিক সংগঠনের সহিত একীভূত হইতে চায় তবে সংশ্লিষ্ট সামাজিক সংগঠন সমূহের কার্যনির্বাহী কমিটি বা গভর্নিং বডি এই মর্মে লিখিত প্রস্তাব সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অনুরূপ প্রস্তাব এতদুদ্দেশ্যে আহুত সাধারণ সভায় বিবেচিত হইবে।

(২) অনুরূপ কোন প্রস্তাব ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী হইবেনা যতক্ষণ না:

(ক) যেই সভায় উহা বিবেচিত হইবে সেই সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে একুশদিন পূর্বে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের নোটিশ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট সামাজিক সংগঠনের প্রতিটি সদস্যদের বরাবরে প্রেরিত হয়।

(খ) রেজিস্ট্রার বরাবরে সভা অনুষ্ঠানের পরবর্তী একুশ দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং তিনি উহাতে পরিবর্তনসহ বা পরিবর্তন ব্যতীত অনুমোদন প্রদান করেন।

(গ) প্রস্তাবটি যদি রেজিস্ট্রার কোন পরিবর্তনসহ বা অবিকল অনুমোদন করেন তবে উহার ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রতিটি সংশ্লিষ্ট সামাজিক সংগঠনের আর একটি যৌথ সাধারণ সভার উপস্থিত তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে উহা পাশ করাইতে হইবে ।

(৩) রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্রস্তাব নাকচ বা উহাতে পরিবর্তনের আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল করা যাইবে এবং অনুরূপ আপিলে প্রদত্ত সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে ।

(৪) প্রস্তাব নিশ্চিত হওয়ার পরঃ

(ক) একীভূত সামাজিক সংগঠন নতুন নামে নিবন্ধিত হইবে ।
(খ) একীভূত সামাজিক সংগঠনে বিলীন সামাজিক সংগঠন কিংবা সামাজিক সংগঠনগুলির নিবন্ধন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

(গ) বিলীন সামাজিক সংগঠন কিংবা সামাজিক সংগঠনগুলির সম্পদ ও দায়দেনা একীভুত সামাজিক সংগঠনের সম্পদ ও দায়দেনায় পরিণত হইবে ।

১৩. সামাজিক সংগঠনের নাম দর্শনীয়ভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে ঃ- (১) প্রতিটি সামাজিক সংগঠন,

(ক) অফিসের বাইরে বা যে স্থানে উহার কার্যক্রম এবং তৎপরতা পরিচালিত হয় সেখানে উহার নাম দর্শনীয়ভাবে প্রদর্শন করিবে ।

(খ) নাম খচিত একটি সীল মোহর রাখিবার ব্যবস্থা করিবে ।

(গ) পক্ষে বা অনুকূলে সম্পাদিত সকল দলিলপত্রে উহার নাম উল্লেখ করিবে ।

(২) উপধারা (১)এর বিধান লংঘনের জন্য দায়ী প্রত্যেক কর্মকর্তা তফসিলে বর্ণিত পরিমার্জন ফি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন ।

১৪. সদস্য রেজিস্টার ঃ- (১) প্রতিটি সামাজিক সংগঠন উহার রেজিষ্টার্ড অফিসে সদস্যগণের একটি তালিকাবহি সংরক্ষণ করিবে যাহাতে নিম্নোক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ হইবেঃ

(ক) প্রত্যেক সদস্যের নাম, ঠিকানা, পেশা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবরণ ।

(খ)সদস্য পদে অন্তর্ভূক্তির তারিখ ।

(গ) সদস্য পদ অবসানের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ।

(২) যদি সদস্য পদে অন্তর্ভূক্তি বা অবসানের পনের দিনের মধ্যে উহা লিপিবদ্ধ না করা হয় তবে দায়ী প্রত্যেক কর্মকর্তা উক্ত লংঘনের ঘটনা অব্যাহত থাকা অবধি তফসিলে বর্ণিত পরিমার্জন ফি প্রদান করিতে হইবে ।

১৫. হিসাবের বহি এবং নিরীক্ষা ঃ- (১) প্রতিটি সামাজিক সংগঠন উহার রেজিস্টার্ড অফিসে যথাযথভাবে হিসাবের বহি সংরক্ষণ করিবে যাহাতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হইবে ।

(ক) উৎসসহ সংগৃহীত সকল অর্থের এবং খরচের উদ্দেশ্য বা খাতসহ সামাজিক সংগঠন কর্তৃক ব্যয়িত সকল অর্থের বিবরণ ।

(খ) সামাজিক সংগঠনের সম্পদ ও দায়দেনার বিবরণ ।

(২) প্রতিটি সমাজিক সংগঠন উহার বাৎসরিক হিসাব, বৎসর শেষ হইবার তিন মাসের মধ্যে একজন যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করাইবে । নিরীক্ষক সামাজিক সংগঠনের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সম্বলিত একটি রিপোর্ট দাখিল করিবেন । নিরীক্ষক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও উদ্বৃত্তপত্রের তিনটি কপি প্রত্যয়ন করিয়া দিবেন ।

ব্যাখ্যা: যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন একজন নিরীক্ষক বা অডিটর বলিতে বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্টেট অর্ডার ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের পিওনং ২) এর সংজ্ঞানুযায়ী একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বুঝাইবে ।

(৩) এই ধারার (১) ও (২) উপধারার যে কোন বিধান লংঘনের দায়ে দায়ী কর্মকর্তাগণ উক্তরূপ লংঘনের তথ্য উদঘাটনের তারিখ হইতে উহা অব্যাহত থাকা অবধি তফসিলে বর্ণিত পরিমার্জন ফি প্রদান করিতে হইবে ।

১৬. বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ- (১) প্রত্যেক সমাজিক সংগঠন প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে একটি বার্ষিক সাধারণ সভা করিবে । তবে গর্ভনিং বডির নিয়ন্ত্রণ বর্হিভুত কারণে উপরোক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা যথা সময়ে অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হইলে উহার কারণ উল্লেখ পূর্বক উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন করা যাইবে । রেজিস্ট্রারের নিকট নির্ধারিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যর্থতার কারণ যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি এ আইনের অধীনে তফসিলে বর্ণিত নির্ধারিত হারে সংশ্লিষ্ট গর্ভনিং বডির প্রত্যেক সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিমার্জন ফি প্রদান সাপেক্ষে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য অনুর্ধ্ব ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন । তবে শর্ত থাকে যে, গর্ভনিং বডি নির্ধারিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে না পারিলে এবং উক্ত সভা অনুষ্ঠানের জন্য রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে, রেজিস্ট্রার স্বেচ্ছায় কিংবা সংগঠনের যেকোন সদস্যের আবেদনক্রমে সংশ্লিষ্ট সামাজিক সংগঠনের গর্ভনিং বডিকে সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন । এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গর্ভনিং বডির প্রত্যেক সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে তফসিলে বর্ণিত পরিমার্জন ফি দ্বিগুন হারে পরিশোধ করিতে হইবে ।

(২) সামাজিক সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৫ ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত আয় ব্যয়ের হিসাব, উদ্বৃত্তপত্র এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন উপস্থাপিত হইবে ।

(৩) উপধারা (১) বা (২) এর বিধান লংঘনের জন্য দায়ী গভর্নিং বডির সকল সদস্য ও প্রত্যেক কর্মকর্তা তফসিলে বর্ণিত পরিমার্জন ফি প্রদানে বাধ্য থাকিবেন । সামাজিক সংগঠনের তহবিল হইতে কোনরকম পরিমার্জন ফি প্রদান করা যাইবে না ।

১৭. বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য রিটার্ন রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করার বাধ্যবাধকতা ঃ- (১) প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার নির্ধারিত ফিসহ রেজিস্ট্রারের নিকট নিম্নোক্ত রির্টান সমূহ দাখিল করিতে হইবেঃ

(ক) সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডির সদস্য চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য পদাধিকারীদের নাম. ঠিকানা পেশা ও অন্যান্য বিবরণ সম্বলিত একটি তালিকা ।

(খ) বিগত বছরের কার্যক্রমের উপর গভর্নিং বডির বার্ষিক প্রতিবেদন ।

(গ) ১৫ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী নিরীক্ষক কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত এবং চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনের দুইটি কপি ।

(২) উপধারা (১) এর (ক) ও (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ও প্রতিবেদন চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হইবে ।

(৩) কোন কারণে গভর্নিং বডির গঠন বা চেয়ারম্যান বা অন্যান্য পদে কোন পরিবর্তন হইলে অনুরূপ সম্পর্কে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারকে অবহিত করিতে হইবে ।

(৪) উপধারা (১), (২) ও (৩) এর বিধান লংঘনের জন্য দায়ী গভর্নিং বডির সকল সদস্য ও প্রত্যেক কর্মকর্তা তফসিলে বর্ণিত পরিমার্জন ফি প্রদানে বাধ্য থাকিবেন ।

১৮. সামাজিক সংগঠনের সম্পত্তি ন্যস্ত করণঃ সামাজিক সংগঠনের সকল সম্পত্তি যদি ট্রাষ্টিদের উপর ন্যস্ত না হয়ে থাকে তবে গভর্নিং বডির উপর ন্যস্ত বলিয়া গণ্য হইবে । তবে উহা সামাজিক সংগঠনের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে ।

১৯. সামাজিক সংগঠন ও উহার বিরম্নদ্ধে আনীত মামলা ও আইনগত কার্যধারা ঃ- (১) প্রত্যেক সামাজিক সংগঠনের চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা গভর্নিং বডি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা তাহাদের নামে সামাজিক সংগঠনের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে ।

(২) গভর্নিং বডির কোন পদাধিকারী সদস্য, চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপধারা (১) এর বিধান মোতাবেক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে শূন্যতা বা পরিবর্তনের জন্য কোন মামলা বা আইনগত কার্যধারা অচল (abate) হইবে না ।

(৩) কোন মামলা বা কার্যক্রমে সামাজিক সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ডিক্রি বা আদেশ সামাজিক সংগঠনের সম্পত্তির উপর কার্যকর হইবে এবং কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বা চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা অন্যান্য পদাধিকারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রযোজ্য হইবেনা ।

(৪) উপধারা (৩) এ বর্ণিত কোন কিছুই সামাজিক সংগঠনের চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা অন্যান্য কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীনে কোন ফৌজদারি দায় হইতে অব্যাহতি দিবেনা বা তাহাকে কোন ফৌজদারী আদালতের সাজার প্রেক্ষিতে দেয় জরিমানার অর্থ সামাজিক সংগঠনের সম্পত্তির স্বার্থ হইতে পরিশোধে দাবীদার করিবেনা ।

২০. সদস্যগণের বিরম্নদ্ধে বহিরাগত ব্যক্তির ন্যায় অভিযোগদায়ের কিংবা মামলা করা যাইবে ঃ- সামাজিক সংগঠনের কোন সদস্য কর্তৃক সামাজিক সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্য সংঘটিত হওয়ার কারণে সামাজিক সংগঠনের কোন সম্পত্তির লয় বা ক্ষতি সাধিত হইলে সামাজিক সংগঠন অনুরূপ প্রত্যেক সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা বা অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে ।

২১. রেজিস্ট্রার কর্তৃক তথ্য আহবান ও ব্যাখ্যা তলবের ক্ষমতা ঃ- (১) রেজিস্ট্রার লিখিত আদেশের মাধ্যমে কোন সামাজিক সংগঠনকে উক্ত আদেশ প্রাপ্তির অনুর্ধ দুই সপ্তাহের মধ্যে লিখিতভাবে কোন তথ্য বা ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং তিনি উক্ত আদেশে সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে কিংবা এই আইনের আওতায় সামাজিক সংগঠন কর্তৃক দাখিলকৃত কোন দলিলাদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন ।

(২) সামাজিক সংগঠন কর্তৃক উপধারা (১) এর বিধান মতে প্রদত্ত আদেশ প্রাপ্তির পর সামাজিক সংগঠনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কর্তব্য হইবে চাহিত তথ্য বা ব্যাখ্যা প্রদান করা ।

(৩) উপধারা (২) এর বিধান পালনে ব্যর্থতার জন্য দায়ী কর্মকর্তা ব্যর্থতার মেয়াদ কালে তফসিলে বর্ণিত পরিমার্জন ফি প্রদান করিবেন ।

২২. সামাজিক সংগঠনের বিষয়াদি তদন্ত ঃ- (১) সরকার বা রেজিস্ট্রার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি মনে করেন যে কোন সামাজিক সংগঠনটিতে এমন অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে যাহার দরুন কোন সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম উহার পাওনাদার সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতেছে বা কোন সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডি উহার কার্যক্রম অব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী কিংবা তাহারা কোন বে-আইনী বা প্রতারণামূলক কাজ করিয়াছেন তবে সরকার বা রেজিস্ট্রার একজন যোগ্য সরকারী কর্মকর্তাকে সামাজিক সংগঠনের বিষয়াদি কিংবা সামাজিক সংগঠনের ব্যবস্থাধীন কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তদন্তের জন্য এবং উক্ত বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন ।

(২) সামাজিক সংগঠনের প্রত্যেক কর্মকর্তার কর্তব্য হইবে চাহিদামতে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট তাহার হেফাজতে রক্ষিত সকল খাতা পত্র ও কাগজাদি উপস্থাপন করা এবং তাহাকে অন্যান্যভাবে তদন্ত বা পরিদর্শনের বিষয়ে তাহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গতভাবে যতখানি সহায়তা দেওয়া সম্ভব তাহা প্রদান করা ।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা সামাজিক সংগঠনের যে কোন কর্মকর্তাকে সামাজিক সংগঠনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের (শপথপূর্বক) জন্য তলব করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ প্রত্যেক কর্মকর্তার কর্তব্য হইবে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট অনুরূপ জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দানের জন্য উপস্থিত হওয়া ।

(৪) তদন্ত বা পরিদর্শন সমাপ্ত হইবার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা রেজিস্ট্রার বা সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন ।

(৫) উপধারা (২) ও (৩) এর বিধান পালনে অস্বীকৃতির জন্য দায়ী প্রত্যেক কর্মকর্তা তফসিলে বর্ণিত পরিমার্জন ফি দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবেন ।

(৬) রেজিস্ট্রার উক্ত প্রতিবেদন তাহার মতামতসহ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন । সরকার প্রতিবেদন এবং রেজিস্ট্রারের মতামত পর্যালোচনা করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনিয়ম বা ত্রুটি দুরীকরণের জন্য সামাজিক সংগঠনকে উহার বিবেচনায় এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারিবেন এবং সরকারের নির্দেশমতে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হইলে সরকার উক্ত সামাজিক সংগঠনের লাইসেন্স বাতিল করিয়া রেজিস্ট্রারকে উক্ত সামাজিক সংগঠনের নিবন্ধন বাতিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন । তবে সংশ্লিষ্ট সামাজিক সংগঠনকে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া উহার লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না ।

২৩. সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অবসায়ন ঃ- (১) কোন সামাজিক সংগঠনের অবসায়নের জন্য আহুত সাধারণ সভায় উপস্থিত মোট সদস্যের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত বিশেষ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উহা স্বেচ্ছায় অবসায়ন করা যাইবে ।

(২) উপধারা (১) এর বিধানমতে কোন সামাজিক সংগঠন অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উহার গভর্নিং বডি সামাজিক সংগঠনের সম্পত্তি, দাবী এবং দায় নিষ্পত্তি ও মীমাংসায় তাহাদের বিবেচনামতে সংঘবিধি মোতাবেক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন ।

(৩) উপধারা (২) মোতাবেক সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পর গভর্নিং বডি কোন উদ্বৃত্ত সম্পদ আছে কিনা সেই মর্মে রেজিস্ট্রারের নিকট একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন ।

(৪) অত:পর রেজিস্ট্রার সরকারী গেজেটে এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন যে যদি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তিন মাসের মধ্যে কোন দাবীদার বা পাওনাদার বা সামাজিক সংগঠনের কোন সদস্যের নিকট থেকে আপত্তি পাওয়া না যায় তবে সংশ্লিষ্ট সামাজিক সংগঠনের অবসায়ন হইবে ।

(৫) যদি উপরে বর্ণিত তিন মাসের মধ্যে কোন আপত্তি পাওয়া না যায় এবং কোন উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকে তবে বিধান মোতাবেক তাহা নিষ্পত্তির পর রেজিস্ট্রার অবসায়ন নিশ্চিত করিয়া একটি আদেশ দিবেন এবং তৎক্ষনাৎ উক্ত সামাজিক সংগঠনের অবসায়ন হইবে। রেজিস্ট্রার তাহার অফিসে রক্ষিত রেজিস্টারে অবসায়নের আদেশ নথিভূক্ত করিবেন ।

(৬) যদি বর্ণিত তিন মাসের মধ্যে কোন দাবীদার বা পাওনাদারের নিকট হইতে আপত্তি পাওয়া যায় তবে রেজিস্ট্রার দাবী ও দায় নিষ্পত্তি এবং উদ্বৃত্ত সম্পদ বন্টন সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইয়া অবসায়ন নিশ্চিত করত কোন আদেশ দিবেন না । যদি কোন সদস্য আপত্তি উত্থাপন করেন তবে রেজিস্ট্রার অবসায়ন নিশ্চিত করিয়া কোন আদেশ দিবেন না । বিষয়টি আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি যোগ্য হইবে ।

(৭) যে ক্ষেত্রে কোন সামাজিক সংগঠনের তহবিল বা সম্পদে সরকারের যে কোনরূপ অনুদান রহিয়াছে সেই সব সামাজিক সংগঠন সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে অবসায়িত হইবে না ।

২৪. আদালতের দ্বারা অবসায়ন ঃ- (১) (ক) যখন রেজিস্ট্রারের নিকট প্রতীয়মান হইবে যে, সামাজিক সংগঠন উহার কার্যক্রম যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করিতেছেনা বা সংঘবিধি বা আইন বা বিধিমালার পরিপন্থী কোন কাজ করিতেছে বা এমনভাবে কাজ করিতেছে যাহা জনস্বার্থের পরিপন্থী মর্মে বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে তখন তিনি উক্ত সামাজিক সংগঠনের বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকে একটি নোটিশ প্রেরণ করত: নোটিশে বর্ণিত কারণে কেন সামাজিক সংগঠন অবসায়িত হইবে না সেই মর্মে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কারণ দর্শাইতে বলিতে পারিবেন ।

(খ) যদি কোন কারণ দর্শানো না হয় বা যে কারণ দেখানো হয় তাহা রেজিস্ট্রারের নিকট অসন্তোষজনক বিবেচিত হয় হয় তবে রেজিস্ট্রার (২) উপধারা মতে আদালত সমীপে অবসায়নের আদেশ চাহিতে পারেন ।

(২) আদালত রেজিস্ট্রার বা সামাজিক সংগঠনের কমপক্ষে এক দশমাংশ সদস্যের আবেদনক্রমে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অবসায়নের আদেশ দিতে পারেনঃ

(ক) যদি এই আইনের কোন ধারার বিধান সামাজিক সংগঠন কর্তৃক লংঘিত হয়:

(খ) যদি সদস্য সংখ্যা সাতের কম হয়:

(গ) যদি সামাজিক সংগঠন উহার পাওনা শোধ দায় দেনা পরিশোধে বা মিটাইতে অপারগ হয়:

(ঘ) যদি সামাজিক সংগঠনের অবসায়ন যথার্থ প্রতীয়মান হয়;

(ঙ) যদি সামাজিক সংগঠনের কোন কাজ জনস্বার্থ, জনশৃংখলা বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হয় বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়;

(৩) যখন আদালত কোন সামাজিক সংগঠনের অবসায়নের আদেশ দেন, তখন অবসায়ন আদালতের নির্দেশিত পন্থায় সম্পন্ন হইবে ।

২৫. অবসায়িত সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা সামাজিক সংগঠনের অবসায়নের ক্ষেত্রে কোন সম্পদ গ্রহণ করিবেনা ঃ- সামাজিক সংগঠনের অবসায়নের ক্ষেত্রে যদি কোন সামাজিক সংগঠনের দাবী ও দায় নিষ্পত্তি ও মীমাংসার পর কোন উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকে উহা সামাজিক সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে বা কোন সদস্য বরাবরে

পরিশোধ বা বন্টিত হইবেনা কিন্তু তাহা নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সামাজিক সংগঠনকে প্রদান করা হইবেঃ

(ক) ২৩ ধারার অধীনে অবসায়নের ক্ষেত্রে তিন চতুর্থাংশ সদস্যেদের ভোটে বা ব্যর্থতায় সরকারের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রার কর্তৃক ।

(খ) ২৪ ধারা বিধান মোতাবেক অবসায়নের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক ।

২৬. নিষ্ক্রিয় সামাজিক সংগঠনের নাম নিবন্ধন বই হইতে অপসারণ ঃ- (১) কোন সংগঠনের নিবন্ধিত কার্যালয়ের অস্তিত্ব না থাকিলে বা পর পর ৩ (তিন) বৎসর এই আইনের নির্দেশিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হইতে বিরত থাকিলে কিংবা রেজিস্ট্রার এর নিকট পর পর ৩ (তিন) বৎসর এই আইনের ১৭ ধারায় উল্লেখিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে উহা **"নিষ্ক্রিয় সামাজিক সংগঠন"** বলিয়া গণ্য হইবে এবং রেজিস্ট্রার উক্ত সমাজিক সংগঠনের নাম রেজিস্টার বই হইতে কর্তন করিতে পারিবেন অতপর উক্ত সমাজিক সংগঠন অবসায়িত হইবে ।
(২) উক্তরূপ আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন সদস্য বা পাওনাদার সরকারের নিকট রেজিস্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং যদি দেখা যায় যে সামাজিক সংগঠন উহার কার্যক্রম বা তৎপরতা চালাইয়া যাইতেছিল বা কার্যরত ছিল বা যদি সামাজিক সংগঠনের নাম বহাল রাখা যুক্তিসংগত ও ন্যায্য বলিয়া বিবেচিত হয় তবে সামাজিক সংগঠনের নাম পূনর্বহাল করা যাইবে ।

(৩) এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন আদালতে ইহা প্রশ্ন সাপেক্ষ হইবে না ।

২৭. সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডি সাময়িক বরখাস্তকরণ ঃ- (১) যদি তদন্তের পর রেজিস্ট্রারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন সামাজিক সংগঠন উহার তহবিল সংক্রান্ত কোন অনিয়ম বা কোন অব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী বা উহা এই আইন বা উহার আওতায় প্রণীত কোন বিধিমালা অনুসরণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে তবে রেজিস্ট্রার উক্ত সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডিকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবেন ।

(২) উপধারা (১) এর বিধানমতে কোন সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডি সাময়িক বরখাস্ত হইলে রেজিস্ট্রার একজন প্রশাসক কিংবা অনুর্ধ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তত্ত্বাবধায়ক বডি নিয়োগ করিবেন যিনি বা যাহারা এই আইন, উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা ও সংঘবিধি অনুযায়ী গভর্নিং বডির সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করিবেন । তবে প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক বডির সদস্য হিসাবে বরখাস্তকৃত সদস্যগণকে নিয়োগ করা যাইবে না ।

(৩) উপধারা (১) এর বিধান মতে সাময়িক বরখাস্তকৃত গভর্নিং বডি সরকারের নিকট উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল করিতে পারিবেন এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হইবে এবং ইহা কোন আদালতে প্রশ্ন সাপেক্ষ হইবেনা ।

২৮. কোন সামাজিক সংগঠনের সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন রেজিস্ট্রার সরকারের সম্মতিক্রমে উক্ত সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডি ভাঙ্গিয়া দিতে এবং উহা পূনর্গঠন করিতে পারিবেন এবং পুনর্গঠিত গভর্নিং বডির উপর তাহার বিবেচনায় যথাযথ শর্ত সাপেক্ষে সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার ভার অর্পণ করিতে পারিবেন ।

২৯. গভর্নিং বডির অপসারণ ঃ- (১) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন সামাজিক সংগঠনের সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহাকিছুই থাকুকনা কেন, প্রয়োজনীয় তদন্তের পর রেজিস্ট্রারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডি;

(ক) উহার দায়িত্ব পালনে অপারগ বা ব্যর্থ,

(খ) সাধারণভাবে এমন পদ্ধতিতে কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বা সদস্যদের স্বার্থের পরিপন্থী বা জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিতমূলক কাজ করে জনশৃংখলা, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে রেজিস্ট্রার সরকারের সম্মতিক্রমে অনুর্ধ্ব একবছর মেয়াদের জন্য সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডি অপসারণ করিতে পারিবেন ।

(২) উপধারা (১) মোতাবেক অপসারণের পর ঃ-

(ক) সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তা এবং গভর্নিং বডির সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন, এবং

(খ) গভর্নিং বডির অপসারণকালে গভর্নিং বডির কার্যাদি রেজিস্ট্রার কর্তক নিযুক্ত গভর্নিং বডি বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নিং বডি বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হইবে । তবে অপসারণকৃত সদস্যগণকে নতুন গভর্নিং বডি বা কর্তৃপক্ষের সদস্য পদে নিয়োগ করা যাইবে না

(৩) অপসারণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডি রেজিস্ট্রারের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে সংঘস্মারক ও সংঘবিধির বিধানমতে পুনর্গঠিত হইবে ।

৩০. সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডির সদস্য পদের অযোগ্যতা ঃ- কোন ব্যক্তি কোন সামাজিক সংগঠনের গভর্নিং বডির সদস্য চেয়ারম্যান বা অন্য কোন পদে মনোনীত কিংবা নির্বাচিত হইবার অনুপযুক্ত হইবেন যদি:

(ক) তিনি আদালত কর্তৃক অস্বচ্ছল বলিয়া সাব্যস্ত হন বা

(খ) তিনি কোন সামাজিক সংগঠন বা কর্পোরেট বডির গঠন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বা কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত কোন অপরাধ বা অন্য কোন নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন;

তবে শর্ত থাকে যে অনুচ্ছেদ (খ) এ বর্ণিত অযোগ্যতা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ৫ (পাঁচ) বছর পর রদ হইবে বা কারাদন্ডে দন্ডিত হইলে দন্ডভোগের ০২ বৎসর পর রহিত হইবে ।

(গ) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠনের সকল কার্যক্রমে তিন মাসের অধিককাল যাবৎ চাঁদা বকেয়া রাখিয়াছেন এমন সব সদস্য ভোট দিতে বা সদস্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন না ।

৩১. দলিলাদি পরিদর্শন ও অবিকল নকল সরবরাহ ঃ- যেকোন ব্যক্তি নির্ধারিত ফি দিয়ে রেজিস্ট্রারের নিকট এই আইনের অধীনে দাখিলকৃত সকল দলিল পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ কোন দলিলের উদ্ধৃতাংশ বা উহার কোন অংশের অবিকল কপি বা নকল নির্বারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে রেজিস্ট্রারের প্রত্যয়নসহ গ্রহণ করিতে পারিবেন । এহেন অবিকল নকল সকল আইনানুগ কার্যক্রমে উহাতে বর্ণিত বিষয়ে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে ।

৩২. দানের শর্তাদি পালন ঃ- (১) কোন সামাজিক সংগঠন কর্তৃক কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পুরণকল্পে যে কোনরূপ দান গৃহীত হইলে দাতার বা তিনি মৃত্যুবরণ করিলে রেজিস্ট্রারের লিখিত অনুমতি ছাড়া উহা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না । রেজিস্ট্রার উক্ত সামাজিক সংগঠন উক্ত দানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম মর্মে নিশ্চেত না হইয়া এহেন অনুমতি প্রদান করিবেন না ।

(২) উপধারা (১) এর শর্ত লংঘনের জন্য গভর্নিং বডির সকল সদস্য ও প্রত্যেক কর্মকর্তা তফসিলে বর্ণিত পরিমার্জন ফি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন ।

৩৩. বৈদেশিক অনুদানের বিধি ঃ- কোন সামাজিক সংগঠন বিদেশী অনুদান বা সাহায্য গ্রহণের বিষয়ে Foreign Donation (voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978, এবং I The Foreign Contriubution (Regulation) Ordinance, 1982 এর বিধি বিধান অনুসরণ করিবে ।

৩৪. মিথ্যা বিবৃতির জন্য দন্ড ঃ- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে কিংবা এই আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় কোন রিটার্ন, রিপোর্ট, সনদপত্র, উদ্বৃত্তপত্র বা অন্য কোন দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং জানিয়া শুনিয়া যদি কেহ কোন ভুল তথ্য বা মিথ্যা বর্ণনা দেন তবে তিনি অনুর্ধ্ব একবছর কারাদন্ড বা জরিমানা কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে রেজিস্ট্রার সরকারের অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক মিথ্যা বিবৃতির জন্য সংশ্লিষ্ট সামাজিক সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) দন্ড ঃ কোন ব্যক্তি এই আইনের বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রদত্ত আদেশ লংঘন করিলে এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটনের দায়ে দন্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৩৫. লাইসেন্স-নিবন্ধন বাতিল ঃ- (১) রেজিস্ট্রার সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া কোন সামাজিক সংগঠনের লাইসেন্স বাতিল পূর্বক উহার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন ঃ

(ক) সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম উহার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইলে, কিংবা

(খ) সামাজিক সংগঠন যদি বেআইনী কার্যক্রম পরিচালনা করে বা উহার নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানে কোন বেআইনী কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়;

(গ) নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠন যদি এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধি লংঘন করে; কিংবা

(ঘ) নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠন যদি অস্বচ্ছল হয় বা অস্বচ্ছলে পরিণত হওয়া অনিবার্য হয়; কিংবা

(ঙ) সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম বা তৎপরতা যদি জালিয়াতিমূলক ভাবে পরিচালিত হয় বা উহার সংঘস্মারকের বর্ণিত উদ্দেশ্য বা সংঘবিধি মোতাবেক পরিচালিত না হয় বা জনস্বার্থ, জনশৃংখলা ও জননিরাপত্তার পরিপন্থী হয় বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তবে শর্ত থাকে যে, কোন সামাজিক সংগঠনকে প্রথমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া উহার নিবন্ধন বাতিল করা যাইবেনা।

(২) রেজিস্ট্রার কর্তৃক উপধারা (১) এর বিধান মতে কোন সামাজিক সংগঠনের নিবন্ধন বাতিল করা হইলে সংক্ষুদ্ধ যেকোন ব্যক্তি সরকারের নিকট ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল করিতে পারিবে। এক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৬. সামাজিক সংগঠনের নিবন্ধন বাতিলের পর রেজিস্ট্রার সোসাইটির/সমাজ কল্যাণ সংগঠনের অবসায়নের জন্য একজন লিকুইডিটর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৩৭.(ক) এই আইনের ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২১, ২২ ও ৩২ ধারায় নির্দেশিত ও সংশ্লিষ্ট সমাজিক সংগঠনের সংঘবিধির ও বিধিবিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে এই আইনের তফসিলে উল্লেখিত নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে হালনাগাদ করণের জন্য রেজিস্ট্রার এর নিকট আবেদন করা যাইবে। উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী গর্ভনিং বডির সকল সদস্য একক ও সম্মিলিতভাবে পরিমার্জন ফি প্রদানে ব্যক্তিগত ভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেন। সংশ্লিষ্ট সামাজিক সংগঠনের তহবিল হইতে কোন পরিমার্জন ফি প্রদান করা যাইবে না।

(খ) এই আইনের আওতায় প্রযোজ্য পরিমার্জন ফি অনাদায়ী থাকিলে রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট সামাজিক সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ বাতিলের পূর্বে অনাদায়ী আদায়ের লক্ষ্যে একমাস সময় প্রদান করিয়া নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৩৮. নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ ঃ সামাজিক সংগঠনের অফিস বিয়ারার/পরিচালক/গভর্নিং বডির সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সদস্য/ভোটার তালিকা প্রণয়ন, প্রার্থী তালিকা চুড়ান্তকরণ, নির্বাচনের প্রক্রিয়া, নির্বাচন

সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত করিয়া সামাজিক সংগঠনের সংঘবিধির অধীনে প্রণীত রেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুমোদিত নির্বাচন বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবে ।

৩৯. বিদ্যমান যেসব সোসাইটি সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৮৬০ এর অধীনে এই আইনের ৪ (২) উপধারায় বর্ণিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্যপূরণকল্পে গঠিত ও নিবন্ধিত হইয়াছে তাহারা এই আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত ও নিবন্ধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহার প্রধান কার্যালয় সামাজিক সংগঠনের রেজিস্টার্ড কার্যালয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং বর্তমান আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংঘস্মারক ও সংঘবিধি জমা দিতে হইবে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার বর্তমান আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংঘস্মারক ও সংঘবিধি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে সংঘস্মারক ও সংঘবিধির ভিত্তিতে লাইসেন্সের সনদ প্রদান করিবেন । সংশোধিত সংঘস্মারক ও সংঘবিধি জমাদানে ব্যর্থতার জন্য পূর্বতন নিবন্ধন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

৪০. দায়মুক্তি ঃ- এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক সরল বিশ্বাসে কৃত হইবে এমন কাজের জন্য রেজিস্ট্রার বা ২২ ধারার অধীনে নিযুক্ত পরিদর্শকের বিরুদ্ধে কোন মামলা অভিযোগ বা কার্যক্রম কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালতে রক্ষণীয় হইবে না এবং সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত হইবে এমন কাজের জন্য সরকারের বিরদ্ধে কোন আদালতে মামলা রক্ষণীয় হইবে না ।

৪১. বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ- এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে সরকার এই আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ নয় এমন বিধি রেজিস্ট্রার এর সুপারিশক্রমে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রণয়ন করিতে পারিবে । অনুরূপভাবে সরকার উল্লিখিত বিধির তফসিল সমূহের বিনির্দিষ্ট ছক কিংবা বিষয়সমূহ সংশোধন পরিবর্তন কিংবা বাতিল করিতে পরিবে ।

৪২. ফি পরিশোধের নিয়ম ঃ-

এই আইনের বিধান মোতাবেক তফসীল-১ বর্ণিত ফিসহ প্রদেয় সকল ফি পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক সময় সময় পুন:নির্ধারিত হইবে ও রেজিস্ট্রার এর বরাবর পরিশোধ করিতে হইবে ।

৪৩. ক্ষমতা ন্যস্তকরণ ঃ-

(১) সরকার গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এই আইনের অধীনে নোটিফিকেশনে বর্ণিত বিষয় বা প্রসঙ্গে আরোপিত শর্তাধীনে উহার সকল বা যেকোন ক্ষমতা রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রয়োগের নির্দেশ দিতে পরিবে ।

(২) রেজিস্ট্রার লিখিত আদেশের মাধ্যমে তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তাকে এই আইন বলে ক্ষমতা ও কার্যাদি প্রয়োগের অনুমতি দিতে পারিবেন ।

৪৪. ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ ঃ-

এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজীতে অনুদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে ।

৪৫. রহিতকরণ এবং সংরক্ষণ ঃ-

(১) দি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট.,১৮৬০ (১৮৬০ সনের ২১ নম্বর আইন) এতদ্বারা রহিত হইল ।

(২) এই আইন রহিত সত্ত্বেও

(ক) রহিত আইনের অধীনে প্রণীত ও প্রদত্ত সকল আদেশ, বিধি, বিধান, নিয়োগ, দলিল, চুক্তি, গৃহীত সিদ্ধান্ত, প্রদত্ত আদেশ, অনুসৃত কার্যক্রম বা অন্যান্য কৃতকার্য এই আইন বলবৎ হওয়ার পরও কার্যকরী থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীনে কৃত, নির্দেশিত, গৃহীত, প্রদত্ত, অনুসৃত, বাস্তবায়িত, জারী বা কৃত হইয়াছে ।

খ) রহিত আইনের অধীনে বা ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি এই আইনের অধীনে উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

(গ) এই আইন বলবৎ করার সময় সামাজিক সংগঠন নিবন্ধনের জন্য বিদ্যমান অফিস উহার কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবে যেন উহা এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

(ঘ) রহিত আইনের অধীনে অর্জিত সকল তহবিল এবং সংরক্ষিত অর্থ এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে তহবিল ও হিসাবের ধারাবাহিকতা বলিয়া বিবেচিত হইবে ।